INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

বসুধৈব কুটুম্বকম্ ও মানবতাবাদ: সর্বজনীন নৈতিক চেতনার এক পর্যালোচনা

* রোহিত রজক

https://doi.org/10.5281/zenodo.21070381

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন ভারতীয় নৈতিক আদর্শ 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', যার মূল তাৎপর্য সমগ্র বিশ্বকে এক পরিবাররূপে উপলব্ধি করা, মানবতাবাদকে সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক সীমার ঊর্ধ্বে অনুধাবনের একটি গভীর দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। এই গবেষণাপত্রে বসুধৈব কুটুম্বকম্-কে এমন এক মানবতাবাদী দর্শন হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা সর্বজনীন নৈতিক চেতনার ধারণাকে প্রতিফলিত করে। এই নীতি নৈতিক দায়বদ্ধতাকে কেবল ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের স্বার্থে সীমাবদ্ধ না রেখে করুণা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং নৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে মানবতার এক অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করে। আলোচনায় ভারতীয় মানবতাবাদকে বৃহত্তর দার্শনিক পরিসরে স্থাপন করে দেখানো হয়েছে যে, এর মধ্যে নৈতিক সর্বজনীনতা এবং আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের এক স্বতন্ত্র সমন্বয় বিদ্যমান। বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর নৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণাটি ব্যাখ্যা করেছে যে, সকল মানুষের অন্তর্নিহিত মর্যাদা ও ঐক্যের স্বীকৃতি থেকেই সর্বজনীন নৈতিক সচেতনতার উদ্ভব ঘটে। সমকালীন বিশ্বে সংঘাত, বৈষম্য এবং নৈতিক বিচ্ছিন্নতার প্রেক্ষাপটে এই ভারতীয় নৈতিক আদর্শ ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও স্বার্থনির্ভর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। আলোচ্য গবেষণায় প্রতিপাদিত হয়েছে যে, বসুধৈব কুটুম্বকম্ কেবল একটি সাংস্কৃতিক উক্তি নয়, বরং এমন এক কার্যকর নৈতিক কাঠামো যা বিশ্বকল্যাণ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং দায়িত্বশীল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্মাণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। সর্বোপরি, এই আলোচনা একটি নৈতিকভাবে সংহত ও মানবিক বিশ্বব্যবস্থা গঠনে ভারতীয় মানবতাবাদী চিন্তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

মূল শব্দ: বসুধৈব কুটুম্বকম্, মানবতাবাদ, সর্বজনীন নৈতিক চেতনা, ভারতীয় নৈতিক দর্শন, বিশ্বকল্যাণ

**সিনিয়র রিসার্চ স্কলার, দর্শন বিভাগ, সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়*

ভূমিকা:

ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে মানবকল্যাণ, নৈতিকতা এবং বিশ্বজনীন সহাবস্থানের ধারণা অত্যন্ত প্রাচীন ও সুগভীর। এই ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক সূত্র হলো "বসুধৈব কুটুম্বকম্", যার আক্ষরিক অর্থ, সমগ্র পৃথিবী এক পরিবার। এই ভাবনা কেবল একটি সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় উক্তি নয়, বরং এমন এক নৈতিক দর্শন যা মানবসভ্যতার মধ্যে ঐক্য, পারস্পরিক নির্ভরতা এবং সহমর্মিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। মহা উপনিষদে উল্লিখিত এই নীতি ভারতীয় চিন্তায় এমন এক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে, যেখানে ব্যক্তি, সমাজ এবং সমগ্র মানবজাতিকে একটি অভিন্ন নৈতিক পরিসরের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আধুনিক বিশ্বে যখন জাতীয় স্বার্থ, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক সংঘাত আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ক্রমাগত জটিল করে তুলছে, তখন বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর ধারণা নতুনভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এমন এক নৈতিক চেতনা, যা ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণকে মূল্য দেয়। ফলে এটি মানবতাবাদের এমন এক রূপকে প্রতিফলিত করে, যেখানে মানুষের মর্যাদা, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক দায়বদ্ধতা নৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি হয়ে ওঠে।

মানবতাবাদ সাধারণত মানুষের মূল্য, স্বাধীনতা এবং মর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দার্শনিক অবস্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। পাশ্চাত্য মানবতাবাদে যেখানে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং মানবকেন্দ্রিক নৈতিকতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়, সেখানে ভারতীয় মানবতাবাদ আধ্যাত্মিক ঐক্য, সহাবস্থান এবং নৈতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে তার স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করে। এই প্রেক্ষাপটে বসুধৈব কুটুম্বকম্ ভারতীয় মানবতাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কারণ এটি মানবজীবনকে বৃহত্তর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের মধ্যে স্থাপন করে।

বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বসুধৈব কুটুম্বকম্-কে মানবতাবাদের একটি দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে বিশ্লেষণ করা এবং এর মধ্যে নিহিত সর্বজনীন নৈতিক চেতনার ধারণাকে ব্যাখ্যা করা। এই আলোচনায় দেখানো হবে যে, ভারতীয় নৈতিক দর্শনের এই প্রাচীন আদর্শ কেবল ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সমকালীন বৈশ্বিক মানবকল্যাণ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং নৈতিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কার্যকর দিশা প্রদান করতে সক্ষম।

ঐতিহাসিক ও দার্শনিক উৎস:

বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর দার্শনিক ভিত্তি প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানপরম্পরার গভীরে প্রোথিত, বিশেষত মহা উপনিষদে, যেখানে বহুল উদ্ধৃত শ্লোকটি পাওয়া যায়:

অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্ ।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥"

-মহা উপনিষদ ৬.৭১

এই শ্লোকের অর্থ হলো: "এই ব্যক্তি আমার আপন, আর ওই ব্যক্তি পর — এ ধরনের বিচার সংকীর্ণচিত্ত মানুষের লক্ষণ; কিন্তু উদারচরিত্র ব্যক্তিদের কাছে সমগ্র পৃথিবীই এক পরিবার।" শ্লোকটি মহা উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত এবং এমন এক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে, যেখানে অধিকারবোধ ও বিভেদের সীমিত মানসিকতা অতিক্রম করে উদারতা ও সর্বজনীনতার ভিত্তিতে এক বৃহত্তর নৈতিক চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিকভাবে এই ধারণার উদ্ভব উপনিষদীয় দর্শনের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে, যেখানে অস্তিত্বের মৌলিক ঐক্য একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। উপনিষদসমূহে বারবার বলা হয়েছে যে, একই আধ্যাত্মিক সত্য বা আত্মা (Ātman) সমস্ত জীবের মধ্যে বিদ্যমান; অতএব নৈতিক জীবনকে সেই অন্তর্নিহিত ঐক্যের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে বসুধৈব কুটুম্বকম্

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

কেবল একটি সামাজিক আদর্শ নয়; এটি অধিবিদ্যাগত অদ্বৈতবাদের (metaphysical non-dualism) নৈতিক চেতনায় বিস্তার। ব্যক্তি এখানে আত্মকেন্দ্রিক অবস্থান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে সর্বজনীন নৈতিক সহাবস্থানের চেতনায় নিজেকে সংযুক্ত করে।

এই আদর্শের দার্শনিক তাৎপর্য ভারতীয় চিন্তায় বৈদিক আচারকেন্দ্রিক ধর্মচর্চা থেকে অন্তর্মুখী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মননের দিকে অগ্রগতির প্রতিফলনও বহন করে। প্রাথমিক বৈদিক সাহিত্যে যেখানে যজ্ঞ, ঋত এবং মহাজাগতিক শৃঙ্খলার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, সেখানে উপনিষদীয় যুগে আত্মা, সত্য এবং নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান গুরুত্ব লাভ করে। এই পরিবর্তনের ধারায় সর্বজনীন আত্মীয়তার ধারণা অধিবিদ্যাগত ঐক্যের (metaphysical unity) একটি স্বাভাবিক নৈতিক ফল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ফলে বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন ও প্রতিদ্বন্দ্বী সত্তার সমষ্টি হিসেবে নয়, বরং পারস্পরিক সংযুক্ত অস্তিত্বের একটি সম্মিলিত ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হয়।

পরবর্তীকালে এই নীতি ভারতীয় দার্শনিক ও নৈতিক চিন্তার আরও বিস্তৃত ধারাকে প্রভাবিত করে। **হিতোপদেশ**-এর মতো শাস্ত্রীয় সাহিত্যে একই নীতিবাক্যের পুনরাবির্ভাব প্রমাণ করে যে, এটি কেবল অধিবিদ্যাগত আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং একটি স্বীকৃত নৈতিক শিক্ষায় পরিণত হয়েছিল। ক্রমে এটি ভারতীয় সংস্কৃতিতে করুণা, আতিথেয়তা, সহনশীলতা এবং সমষ্টিগত কল্যাণের ধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

মানবতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বসুধৈব কুটুম্বকম্ সর্বজনীন নৈতিক মানবচেতনার এক প্রাচীন রূপ প্রকাশ করে। যদিও প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে আধুনিক পাশ্চাত্য অর্থে 'মানবতাবাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, তথাপি এই ধারণার নৈতিক অন্তর্নিহিত অর্থ মানবমর্যাদা, সমতা এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। এটি ঘোষণা করে যে নৈতিক উদ্বেগ কেবল পরিবার, জাতি, সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়; বরং তা সমগ্র মানবজাতির দিকে বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। এই অর্থে বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর দার্শনিক উৎস অধিবিদ্যা এবং নীতিশাস্ত্র-এর এক গভীর সমন্বয় প্রকাশ করে, যেখানে অস্তিত্বের ঐক্য সর্বজনীন নৈতিক দায়বদ্ধতার ভিত্তি হয়ে ওঠে।

মানবতাবাদের ধারণাগত উপলব্ধি:

মানবতাবাদ একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে মানুষকে নৈতিক চিন্তার কেন্দ্রে স্থাপন করে এবং প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মূল্য, মর্যাদা ও নৈতিক সম্ভাবনাকে স্বীকার করে। এর মূল বক্তব্য হলো, মানুষ যুক্তিবোধসম্পন্ন, নৈতিকভাবে দায়িত্বশীল এবং সচেতন নৈতিক কর্মের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজজীবনকে গঠন করার সক্ষমতা রাখে। মানবজীবনকে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক, রাজনৈতিক বা অধিবিদ্যাগত সীমার মধ্যে না দেখে মানবতাবাদ এমন এক মূল্যব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যা মানবকল্যাণ, স্বাধীনতা, ন্যায় এবং সহমর্মিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই কারণে দার্শনিক আলোচনায় মানবতাবাদকে কেবল একটি বৌদ্ধিক মতবাদ হিসেবে নয়, বরং জীবন সম্পর্কে একটি নৈতিক মনোভাব হিসেবে বোঝা হয়।

ঐতিহাসিকভাবে 'মানবতাবাদ' (Humanism) শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন humanitas থেকে, যার মূল অর্থ ছিল মানবিক গুণাবলির বিকাশ, বৌদ্ধিক পরিশীলন এবং সহমানবের প্রতি নৈতিক সহমর্মিতা। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে Renaissance যুগে মানবতাবাদ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে, যখন চিন্তাবিদেরা একমাত্র ধর্মতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব থেকে সরে এসে মানুষের যুক্তি, সৃজনশীলতা এবং মর্যাদাকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করেন। রেনেসাঁ মানবতাবাদ (Renaissance Humanism) এই ধারণাকে জোর দেয় যে, মানুষ নৈতিক ও বৌদ্ধিক আত্মবিকাশে সক্ষম এবং জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধন। পরবর্তীকালে এই ধারা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদকে প্রভাবিত করে,

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

যেখানে যুক্তিনির্ভর অনুসন্ধান, নৈতিক স্বায়ত্তশাসন এবং সামাজিক দায়িত্ববোধ প্রধান নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যে মানবতাবাদের ধারণা কিছুটা ভিন্ন পথ অনুসরণ করে। ভারতীয় চিন্তায় সবসময় আধুনিক অর্থে 'মানবতাবাদ' শব্দটি ব্যবহৃত না হলেও এর বহু মৌলিক নৈতিক শিক্ষা গভীর মানবতাবাদী চেতনার পরিচয় বহন করে। ভারতীয় দর্শনে মানুষকে কেবল একটি বিচ্ছিন্ন যুক্তিনির্ভর সত্তা হিসেবে দেখা হয় না; বরং এমন এক নৈতিকভাবে আন্তঃসম্পর্কিত সত্তা হিসেবে বোঝা হয়, যার পরিপূর্ণতা অন্যদের সঙ্গে এবং বৃহত্তর অস্তিত্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতির মধ্যেই নিহিত। এই কারণে ভারতীয় মানবতাবাদ প্রায়শই নৈতিক উদ্বেগের সঙ্গে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সমন্বয় ঘটায় এবং করুণা, সংযম, অহিংসা ও সর্বজনীন সহমর্মিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মানবতাবাদকে তিনটি মৌলিক মাত্রায় বোঝা যায়। প্রথমত, এটি সামাজিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ভেদাভেদ অতিক্রম করে সকল মানুষের সমান মর্যাদাকে স্বীকার করে। দ্বিতীয়ত, এটি নৈতিক দায়িত্ববোধকে মানুষের একটি মৌলিক ক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করে, অর্থাৎ নৈতিক জীবন বহিরাগত বাধ্যবাধকতার উপর নয়, সচেতন নৈতিক নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, এটি ব্যক্তিগত কল্যাণের সীমা ছাড়িয়ে সমষ্টিগত এবং সর্বজনীন কল্যাণের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে। ফলে মানবতাবাদ কেবল মানবকেন্দ্রিক (anthropocentric) নয়; বরং এটি এক সম্পর্কভিত্তিক নৈতিক কাঠামো, যেখানে ব্যক্তি অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়ে নিজের অর্থ খুঁজে পায়।

এই ধারণাগত ব্যাখ্যা বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর সঙ্গে যুক্ত হলে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে। 'সমগ্র পৃথিবী এক পরিবার'—এই নীতি মানবতাবাদী কারণ এটি সংকীর্ণ বিভাজন অস্বীকার করে সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তিকে স্বীকার করে। এখানে মানবতাবাদ কেবল একটি বিমূর্ত নৈতিক তত্ত্বে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা এক জীবন্ত নৈতিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়, যেখানে সমস্ত মানুষকে একটি অভিন্ন নৈতিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকারী হিসেবে দেখা হয়। এই অর্থে বসুধৈব কুটুম্বকম্ মানবতাবাদের ক্ষেত্রকে ব্যক্তিগত মর্যাদা থেকে সর্বজনীন নৈতিক আন্তঃসম্পর্কের দিকে বিস্তৃত করে।

অতএব, বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যে মানবতাবাদকে এমন এক দার্শনিক ও নৈতিক কাঠামো হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যা মানবমর্যাদা, নৈতিক সমতা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং সর্বজনীন কল্যাণকে স্বীকার করে। এই সংজ্ঞা আমাদেরকে বুঝতে সহায়তা করে যে, কীভাবে বসুধৈব কুটুম্বকম্ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ভিতরে নিহিত এক গভীর সর্বজনীন নৈতিক চেতনা প্রকাশ করে।

বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর দার্শনিক তাৎপর্য:

বসুধৈব কুটুম্বকম্ ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় অন্যতম গভীর নৈতিক অভিব্যক্তি। সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত এই পদটি তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: **'বসুধা'** অর্থ পৃথিবী বা বিশ্ব, **'এব'** অর্থ অবশ্যই বা নিশ্চিতভাবে, এবং **'কুটুম্বকম্'** অর্থ পরিবার। আক্ষরিক অর্থে এর অর্থ দাঁড়ায়, সমগ্র পৃথিবীকে এক পরিবাররূপে বিবেচনা করা। তবে এর দার্শনিক তাৎপর্য কেবল একটি সামাজিক উপমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি এমন এক সর্বজনীন নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে, যেখানে সমস্ত মানুষ একটি অভিন্ন নৈতিক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ।

এই ধারণার প্রাচীনতম পাঠ্য উৎস মহা উপনিষদে পাওয়া যায়, যেখানে বহুল উদ্ধৃত শ্লোকটি ঘোষণা করে:

অযং বন্ধুরযং নেতি গণনা লঘুচেতসাম্ ।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥"

-মহা উপনিষদ ৬.৭১

এই শ্লোকের তাৎপর্য হলো, "এই ব্যক্তি আমার আপন, আর ওই ব্যক্তি পর — এ ধরনের বিচার সংকীর্ণচিত্ত মানুষের লক্ষণ; কিন্তু উদারচরিত্র ব্যক্তিদের

কাছে সমগ্র পৃথিবীই এক পরিবার।" এই দার্শনিক ভাবনা এমন এক পরিচয়বোধকে চ্যালেঞ্জ করে, যা সাধারণত বিভাজন ও বর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে। এর পরিবর্তে এটি এমন এক নৈতিক চেতনার কথা বলে, যা উন্মুক্ততা, উদারতা এবং সর্বজনীন সহাবস্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় দর্শনে এই ধারণাটি বিশেষভাবে অদ্বৈত বেদান্তের বাস্তবতাবিষয়ক ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে সমস্ত অস্তিত্ব এক গভীর আধ্যাত্মিক ঐক্যের মাধ্যমে আন্তঃসংযুক্ত। উপনিষদীয় বিশ্বদর্শন অনুসারে একই মৌলিক সত্য বা আত্মা (Ātman) সকল জীবের মধ্যে বর্তমান। অতএব নৈতিক জীবন কখনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; বরং তা এমন উপলব্ধি থেকে উৎসারিত হয় যে, আত্মা মৌলিকভাবে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অর্থে বসুধৈব কুটুম্বকম্ অধিবিদ্যাগত ঐক্যের নৈতিক অভিব্যক্তি। সর্বজনীন করুণা সম্ভব হয়, কারণ বিভাজন নিজেই দার্শনিকভাবে গৌণ।

এই নীতির দার্শনিক গুরুত্ব আরও এই কারণে যে, এটি নৈতিক একচেটিয়াবাদ বা moral exclusivism-কে প্রত্যাখ্যান করে। সাধারণ অর্থে পরিবার বলতে সীমিত আবেগীয় ও সামাজিক পরিসরকে বোঝায়; কিন্তু এখানে পরিবার ধারণাটি বিস্তৃত হয়ে সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর নৈতিক তাৎপর্য হলো, নৈতিক দায়বদ্ধতা কেবল আত্মীয়তা, জাতি, বর্ণ, ধর্ম বা রাজনৈতিক পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; বরং তা সর্বজনীন কর্তব্যে পরিণত হতে হবে। ফলে ব্যক্তিগত কর্তব্য সর্বজনীন নৈতিক কর্তব্যতে রূপান্তরিত হয়।

এই ধারণাটি ভারতীয় নৈতিক চিন্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও প্রতিফলিত করে, তা হলো নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক সচেতনতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। চুক্তিভিত্তিক নৈতিক ব্যবস্থার মতো বসুধৈব কুটুম্বকম্ কোনো আইনি সমঝোতা বা প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাসের উপর নির্ভর করে না। এটি গড়ে ওঠে চর্চিত নৈতিক চেতনার ভিতরে, যেখানে ব্যক্তি অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়, বরং একটি অভিন্ন নৈতিক ব্যবস্থার অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপলব্ধি করতে শেখে। এর ফলে করুণা, আতিথেয়তা, সহনশীলতা এবং সহাবস্থান দার্শনিক উপলব্ধির স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশে পরিণত হয়।

মানবতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে বসুধৈব কুটুম্বকম্-কে সর্বজনীন মানবমর্যাদার এক প্রাচীন দার্শনিক অভিব্যক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। যদিও এটি প্রাচীন অধিবিদ্যাগত ভাষায় প্রকাশিত, এর নৈতিক বক্তব্য মানবতাবাদের সেই মূল আদর্শকে সমর্থন করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নৈতিক স্বীকৃতি ও সম্মানের যোগ্য। এটি ঘোষণা করে যে, বাহ্যিক বিভাজন মানবতাকে খণ্ডিত করতে পারে না; বরং নৈতিক পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যেই মানবজাতির প্রকৃত ঐক্য নিহিত। এই কারণেই বিশ্বনৈতিকতা, আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ এবং সর্বজনীন কল্যাণের সমকালীন আলোচনায় এই ধারণা আজও গভীর দার্শনিক প্রাসঙ্গিকতা বহন করে।

সর্বজনীন নৈতিক চেতনা হিসেবে বসুধৈব কুটুম্বকম্:

বসুধৈব কুটুম্বকম্ ধারণাটি তার গভীরতম দার্শনিক তাৎপর্য লাভ করে তখনই, যখন একে সর্বজনীন নৈতিক চেতনার প্রকাশ হিসেবে বোঝা হয়। এটি কেবল অন্যের প্রতি আবেগগত সদিচ্ছার কথা বলে না; বরং এমন এক নৈতিক সচেতনতার প্রস্তাব করে, যেখানে আত্ম এবং অপরের মধ্যকার সীমারেখা নৈতিকভাবে অতিক্রমিত হয়। 'সমগ্র পৃথিবী এক পরিবার'—এই উক্তির মধ্যে নিহিত রয়েছে এই ধারণা যে, নৈতিক দায়বদ্ধতা কেবল ব্যক্তিগত, সামাজিক বা জাতীয় পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; বরং এমন এক চেতনার বিকাশ প্রয়োজন, যেখানে প্রত্যেক মানুষকে একটি অভিন্ন সর্বজনীন নৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

দার্শনিক অর্থে সর্বজনীন নৈতিক চেতনা বলতে এমন এক নৈতিক উপলব্ধিকে বোঝায়, যেখানে নৈতিক সিদ্ধান্ত সংকীর্ণ আত্মস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অভিন্ন মানবতার স্বীকৃতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে বসুধৈব কুটুম্বকম্ 'আমার' এবং 'অন্যের' মধ্যকার সীমিত বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করে, যে বিভাজনটির সমালোচনা মহা উপনিষদের মূল শ্লোকেই করা হয়েছে। এর নৈতিক তাৎপর্য হলো, নৈতিক পরিপক্বতা অর্জনের জন্য চেতনার বিস্তার প্রয়োজন, যাতে ব্যক্তি বিশেষ আসক্তি অতিক্রম করে সর্বজনীন উদ্বেগের দিকে অগ্রসর হতে পারে। এই বিস্তার নৈতিকতাকে ব্যক্তিগত আচরণের গণ্ডি থেকে বের করে এনে বিশ্বজনীন সহাবস্থানের এক বৃহত্তর নীতিতে রূপান্তরিত করে।

এই সর্বজনীন নৈতিক মাত্রা ভারতীয় দর্শনের পারস্পরিক সংযুক্ত অস্তিত্ব-বিষয়ক ধারণার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। যেহেতু সকল সত্তা এক গভীরতর অস্তিত্বগত ঐক্যের অংশীদার, তাই নৈতিক জীবনকেও সেই অস্তিত্বগত সম্পর্কের প্রতিফলন হতে হয়। এই অর্থে করুণা কেবল একটি ঐচ্ছিক গুণ নয়; বরং এটি দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির অপরিহার্য ফল। যখন ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে মানবজীবন মৌলিকভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীল, তখন অন্যের দুঃখকে আর বাহ্যিক বা অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচনা করা সম্ভব হয় না। ফলে বসুধৈব কুটুম্বকম্ বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক নৈতিক চেতনায় পরিণত হয়।

মানবতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই নীতি নৈতিক মর্যাদার সর্বজনীনীকরণকে নির্দেশ করে। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি নৈতিক গুরুত্ব লাভ করে রাজনৈতিক সদস্যতা, সামাজিক পরিচয় বা সাংস্কৃতিক নৈকট্যের কারণে নয়; বরং অভিন্ন মানবতার অংশ হওয়ার কারণে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবতাবাদের সেই মৌলিক ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে নৈতিক মূল্যবোধ মানবমর্যাদা, সমতা এবং সমষ্টিগত কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে ভারতীয় দার্শনিক ব্যাখ্যা এর চেয়েও এক ধাপ অগ্রসর, কারণ এখানে নৈতিক সর্বজনীনতা আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত; ফলে নৈতিক সচেতনতা একইসঙ্গে দার্শনিক এবং অস্তিত্বমূলক হয়ে ওঠে।

সমকালীন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে, যেখানে যুদ্ধ, অভিবাসন সংকট, পরিবেশগত অস্থিতিশীলতা এবং বিভিন্ন ধরনের বর্জন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর সর্বজনীন নৈতিক তাৎপর্য বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় প্রায়শই কৌশলগত প্রতিযোগিতা ও জাতীয় স্বার্থ প্রাধান্য পায়, যেখানে নৈতিক উদ্বেগ গৌণ হয়ে পড়ে। এই প্রবণতার বিপরীতে এই প্রাচীন ভারতীয় নীতি এমন এক বিকল্প নৈতিক কাঠামো প্রদান করে, যা সহযোগিতা, সহাবস্থান এবং যৌথ দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দেয়। সাম্প্রতিক দার্শনিক আলোচনাতেও একে বৈশ্বিক ঐক্য এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক নৈতিকতার একটি নীতিগত ভিত্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অতএব, বসুধৈব কুটুম্বকম্-কে এমন এক নৈতিক চেতনার রূপ হিসেবে বোঝা যায়, যেখানে সর্বজনীনতা কেবল বিমূর্ত ধারণা নয়; বরং সমস্ত সত্তাকে এক অভিন্ন মানবপরিবারের সদস্য হিসেবে নৈতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে জীবন্ত অভিজ্ঞতায় রূপ লাভ করে। এই নৈতিক সর্বজনীনতাই বিশ্বকল্যাণ, শান্তি এবং মানবিক সংহতি বিষয়ক দার্শনিক আলোচনায় এই ধারণাকে স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা প্রদান করে।

বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর মানবতাবাদী দিকসমূহ:

বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর মানবতাবাদী তাৎপর্য নিহিত রয়েছে এই ধারণায় যে, সমস্ত মানুষের নৈতিক মূল্য ও পারস্পরিক মর্যাদা এক অভিন্ন সম্পর্কের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। যদিও এই অভিব্যক্তির উৎপত্তি প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যে, এর নৈতিক অন্তর্নিহিত অর্থ মানবতাবাদের মৌলিক বিষয়গুলির সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেমন মানবমর্যাদার স্বীকৃতি, সমতা, পারস্পরিক দায়িত্ববোধ এবং সমষ্টিগত কল্যাণের সাধনা। 'সমগ্র পৃথিবী এক পরিবার'—এই ঘোষণার

মাধ্যমে ধারণাটি নৈতিক উদ্বেগের ক্ষেত্রকে সীমিত সামাজিক পরিচয়ের বাইরে প্রসারিত করে এবং এক সর্বজনীন নৈতিক অন্তর্ভুক্তির কাঠামো নির্মাণ করে।

এই ধারণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবতাবাদী দিক হলো সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বর্জনমূলক প্রবণতাকে প্রত্যাখ্যান করা। দার্শনিক অর্থে মানবতাবাদ এমন সমস্ত শ্রেণিবিন্যাসের বিরোধিতা করে, যা ব্যক্তিকে সমান নৈতিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে। একইভাবে বসুধৈব কুটুম্বকম্ 'নিজের' এবং 'অপরের' মধ্যকার সংকীর্ণ বিভাজনকে অস্বীকার করে এবং নির্দেশ করে যে নৈতিক পরিপক্বতার জন্য অধিকারবোধ ও বিভেদমূলক মানসিকতাকে অতিক্রম করা প্রয়োজন। এখানে ব্যক্তি প্রত্যেক মানুষকে নৈতিক স্বীকৃতির যোগ্য বলে গ্রহণ করতে শেখে, আত্মীয়তা, গোষ্ঠী বা পরিচয়ের কারণে নয়, বরং অভিন্ন মানবতার ভিত্তিতে।

এই ধারণার দ্বিতীয় মানবতাবাদী দিকটি প্রতিফলিত হয় করুণা এবং নৈতিক পারস্পরিকতার উপর এর জোরে। মানবতাবাদী দর্শনে নৈতিক জীবন কেবল বিমূর্ত নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা অন্যের কল্যাণের প্রতি সক্রিয় উদ্বেগের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বসুধৈব কুটুম্বকম্-এ ব্যবহৃত পরিবার-উপমা এই নৈতিক তাৎপর্যকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করে, কারণ পরিবার ধারণার মধ্যে যত্ন, সহমর্মিতা এবং দায়িত্ববোধ স্বাভাবিকভাবেই নিহিত। যখন সমগ্র পৃথিবীকে পরিবার হিসেবে দেখা হয়, তখন অন্যের দুঃখের প্রতি উদাসীনতা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ফলে করুণা কেবল আবেগীয় প্রতিক্রিয়া নয়; বরং সর্বজনীন সহাবস্থানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক নৈতিক ও যুক্তিসংগত অপরিহার্যতা।

এই নীতি মানবতাবাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা, অর্থাৎ সহাবস্থানের ধারণাকেও প্রতিফলিত করে। আধুনিক মানবতাবাদ প্রায়ই বলে যে শান্তিপূর্ণ সামাজিক জীবন পারস্পরিক স্বীকৃতি ও সম্মানের উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় নৈতিক চিন্তায় এই সহাবস্থান আরও সমৃদ্ধ হয়েছে এমন এক দার্শনিক বিশ্বাসের দ্বারা, যেখানে বৈচিত্র্য ঐক্যকে নস্যাৎ করে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশ্বাস এবং সংস্কৃতি পৃথক থাকতে পারে, কিন্তু তারা সকলেই একটি অভিন্ন নৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত। এই অর্থে বসুধৈব কুটুম্বকম্ এমন এক বহুত্ববাদী মানবতাবাদের কথা বলে, যেখানে ভিন্নতাকে অস্বীকার না করেই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ মানবতাবাদী দিক নিহিত রয়েছে সর্বজনীন দায়িত্ববোধের ধারণায়। মানবতাবাদ ঘোষণা করে যে নৈতিক দায়িত্ব কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; বরং তা সমষ্টিগত কল্যাণের দিকে প্রসারিত হওয়া উচিত। একইভাবে বসুধৈব কুটুম্বকম্ এই ইঙ্গিত দেয় যে নৈতিক কর্তব্য স্থানীয় বা জাতীয় উদ্বেগে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। দূরবর্তী মানুষের দুঃখ, বৈশ্বিক বৈষম্য, পরিবেশগত সংকট এবং মানবিক সংঘাত—সবই নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ মানবজাতিকে এখানে পারস্পরিকভাবে সংযুক্ত হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। এই কারণে সমকালীন বৈশ্বিক নৈতিকতা ও বিশ্বকল্যাণের আলোচনায় এই ধারণার বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধারণা আধ্যাত্মিকতাকেও মানবিক অর্থ প্রদান করে। যেসব মতবাদ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে সামাজিক দায়িত্ব থেকে পৃথক করে, তার বিপরীতে বসুধৈব কুটুম্বকম্ নৈতিক অন্তর্দৃষ্টিকে সক্রিয় মানবিক সংহতির সঙ্গে যুক্ত করে। ঐক্যের উপলব্ধি তখনই বাস্তব অর্থ পায়, যখন তা ন্যায়, সহনশীলতা এবং করুণার মাধ্যমে সামাজিক জীবনে প্রকাশিত হয়। এই অর্থে এটি এমন এক মানবতাবাদ উপস্থাপন করে, যা কেবল মানবকেন্দ্রিক নয়; বরং নৈতিকভাবে আন্তঃসম্পর্কনির্ভর এবং সর্বজনীনভাবে অভিমুখী।

অতএব, বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর মানবতাবাদী দিকগুলি প্রমাণ করে যে এটি কেবল একটি প্রাচীন নৈতিক আদর্শ নয়; বরং এমন এক জীবন্ত দার্শনিক নীতি, যা সমকালীন নৈতিক সংকটগুলির প্রতিও কার্যকর উত্তর দিতে সক্ষম। মানবমর্যাদা, সহমর্মিতা, সমতা এবং সর্বজনীন দায়িত্বের উপর এর জোর ভারতীয় দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবতাবাদী অবদান হিসেবে বিশ্বনৈতিক চিন্তায় বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

সমালোচনামূলক পর্যালোচনা ও দার্শনিক সীমাবদ্ধতা:

যদিও বসুধৈব কুটুম্বকম্ সর্বজনীন সহাবস্থানের একটি গভীর নৈতিক আদর্শ উপস্থাপন করে, তবু এর দার্শনিক তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধ হয় তখনই, যখন একে সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সমালোচনামূলকভাবে বিচার করা হয়। একটি নৈতিক নীতি হিসেবে এটি মানবজাতিকে ঐক্য, করুণা এবং অভিন্ন নৈতিক দায়িত্বের ভিত্তিতে দেখার আহ্বান জানায়; কিন্তু এমন এক বিশ্বে, যা প্রতিদ্বন্দ্বী স্বার্থ, অসম ক্ষমতাবিন্যাস এবং স্থায়ী সামাজিক বিভাজনের দ্বারা গঠিত, সেখানে এই সর্বজনীন আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ অত্যন্ত জটিল।

এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সীমাবদ্ধতা নিহিত রয়েছে নৈতিক সর্বজনীনতা এবং রাজনৈতিক বিশেষত্বের মধ্যকার টানাপোড়েনে। আধুনিক রাজনৈতিক জীবন মূলত সার্বভৌম রাষ্ট্র, জাতীয় স্বার্থ এবং কৌশলগত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রায়শই নৈতিক সর্বজনীনতার পরিবর্তে ক্ষমতা, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সুবিধার যুক্তিতে পরিচালিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে সমগ্র পৃথিবী এক পরিবার—এই নীতি নৈতিকভাবে অনুপ্রেরণামূলক হলেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়ন করা কঠিন বলে মনে হতে পারে। কারণ এই ধারণা নিজে এমন কোনো সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কাঠামো প্রদান করে না, যার মাধ্যমে সর্বজনীন নৈতিক চেতনা বৈশ্বিক স্বার্থসংঘাতকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

দ্বিতীয় সীমাবদ্ধতা হলো দার্শনিক আদর্শবাদ এবং বাস্তব সামাজিক জীবনের মধ্যে ব্যবধান। যদিও বসুধৈব কুটুম্বকম্ আত্ম ও অপরের মধ্যকার বিভাজনকে অস্বীকার করে, বাস্তব মানবসমাজ এখনও জাতি, শ্রেণি, বর্ণ, ধর্ম এবং জাতীয় পরিচয়ের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। এই বিভাজনগুলো প্রায়ই এমন বর্জনের জন্ম দেয়, যা কেবল নৈতিক ঘোষণা দ্বারা দূর করা যায় না। ফলে সমালোচকেরা বলতে পারেন যে, যদি এই ধারণা সুনির্দিষ্ট নৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক ন্যায় এবং কাঠামোগত রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত না হয়, তবে এটি প্রতীকী পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকার ঝুঁকিতে থাকে।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরেকটি প্রশ্ন জড়িত রয়েছে নৈতিক দায়িত্বের পরিসর নিয়ে। যদি সমস্ত মানুষ সমানভাবে এক সর্বজনীন পরিবারের সদস্য হয়, তবে বাস্তব নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ জটিল হয়ে ওঠে, বিশেষত যখন বিভিন্ন দায়িত্ব একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে আসে। মানুষের জীবন অবশ্যম্ভাবীভাবে পরিবার, সম্প্রদায় এবং জাতির প্রতি ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত। বসুধৈব কুটুম্বকম্ এই প্রশ্নের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয় না যে, সর্বজনীন নৈতিক উদ্বেগকে কীভাবে তাৎক্ষণিক সামাজিক কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হবে। ফলে এটি নৈতিক অন্তর্ভুক্তির ভিত্তি নির্মাণ করলেও, কর্তব্যের ব্যবহারিক স্তরবিন্যাসের কিছু প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায়।

এছাড়াও একটি সমালোচনামূলক উদ্বেগ রয়েছে ব্যাখ্যাগত আদর্শায়নের ক্ষেত্রে। সমকালীন আলোচনায় বসুধৈব কুটুম্বকম্ প্রায়শই রাজনৈতিক, কূটনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পরিসরে উদ্ধৃত হয়; কিন্তু এই ব্যবহার অনেক সময় এর গভীর দার্শনিক অর্থকে সরলীকৃত করে ফেলে। এর মূল নৈতিক ও অধিবিদ্যাগত প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন হলে এই উক্তি একটি জীবন্ত নৈতিক নীতি না হয়ে কেবল একটি স্লোগানে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি বহন করে।

দার্শনিকভাবে এর শক্তি নির্ভর করে অন্তর্নিহিত নৈতিক চর্চার উপর, কেবল মৌখিক উচ্চারণের উপর নয়।

তবুও এই সীমাবদ্ধতাগুলির মধ্যেও ধারণাটি তার গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখে, কারণ এটি কোনো প্রস্তুত প্রাতিষ্ঠানিক মতবাদ নয়; বরং একটি নীতিমূলক নৈতিক দিগন্ত হিসেবে কাজ করে। বহু দার্শনিক ঐতিহ্যে নৈতিক আদর্শের মূল্য এই কারণে স্বীকৃত যে, তারা বিদ্যমান বাস্তবতাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং মানবচেতনাকে উচ্চতর নৈতিক সম্ভাবনার দিকে পরিচালিত করে। এই অর্থে বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর ব্যবহারিক অসম্পূর্ণতা এর তাৎপর্যকে হ্রাস করে না; বরং নৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার মধ্যকার দূরত্বকে স্পষ্ট করে।

অতএব, সমালোচনামূলক প্রতিফলন বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর দার্শনিক মূল্যকে দুর্বল করে না; বরং এটি নির্দেশ করে যে, এর সর্বজনীন নৈতিক দর্শনকে বাস্তব ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে পুনর্ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এর স্থায়ী গুরুত্ব নিহিত রয়েছে এই সত্যে যে, এটি সমস্ত বৈশ্বিক সংকটের তাৎক্ষণিক সমাধান প্রদান করে না; বরং এমন একটি নৈতিক কাঠামো প্রদান করে, যার মাধ্যমে মানবজাতি ক্রমবর্ধমান বিভক্ত বিশ্বে সহাবস্থান, ন্যায় এবং অভিন্ন দায়িত্বের ধারণাকে নতুনভাবে ভাবতে পারে।

উপসংহার:

বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর দার্শনিক বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রাচীন ভারতীয় এই নৈতিক আদর্শ সমকালীন মানবতাবাদ এবং সর্বজনীন নৈতিক দায়িত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় এখনও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। এটি কেবল একটি সাংস্কৃতিক নীতিবাক্য বা আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি নয়; বরং এমন এক গভীর নৈতিক চেতনার প্রকাশ, যা এই উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত যে মানবজাতি একটি অভিন্ন নৈতিক সম্প্রদায়ের অংশ। এর কেন্দ্রীয় বক্তব্য, অর্থাৎ 'সমগ্র পৃথিবী এক পরিবার', নৈতিক উদ্বেগকে সংকীর্ণ পরিচয়ের সীমা অতিক্রম করে প্রসারিত করে এবং সকল মানুষের সর্বজনীন মর্যাদাকে স্বীকার করে।

এই আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়েছে যে বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর দার্শনিক ভিত্তি ভারতীয় চিন্তার বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে নিহিত, বিশেষত উপনিষদীয় সেই উপলব্ধিতে, যেখানে সমগ্র অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে স্বীকার করা হয়েছে। এই অধিবিদ্যাগত অন্তর্দৃষ্টি এমন এক নৈতিক দর্শনের জন্ম দেয়, যেখানে করুণা, সহাবস্থান এবং নৈতিক পারস্পরিকতা পারস্পরিক সংযুক্তির স্বীকৃতি থেকে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত হয়। এই অর্থে বসুধৈব কুটুম্বকম্ মানবতাবাদের দর্শনে একটি স্বতন্ত্র অবদান রাখে, কারণ এটি মানবমর্যাদাকে কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে নয়, বরং সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে যুক্ত করে।

আলোচনায় আরও প্রতিপন্ন হয়েছে যে এই নীতির মানবতাবাদী মাত্রা বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এমন এক সময়ে যখন বিশ্ব সংঘাত, বৈষম্য, পরিবেশগত সংকট, বাধ্যতামূলক অভিবাসন এবং মানবিক সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, তখন এমন নৈতিক ধারণা, যা সীমান্ত অতিক্রম করে সংহতির চেতনা জাগ্রত করতে সক্ষম, নতুন তাৎপর্য অর্জন করে। বসুধৈব কুটুম্বকম্ এই ধরনের এক নৈতিক কাঠামো প্রদান করে, কারণ এটি এমন এক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে, যেখানে অন্যের কল্যাণ নিজের নৈতিক দায়িত্ব থেকে পৃথক নয়। ফলে বিশ্বনৈতিকতা এবং সমষ্টিগত কল্যাণের পুনর্বিবেচনায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

একই সঙ্গে সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ দেখায় যে, সমকালীন রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতার মধ্যে এই আদর্শের ব্যবহারিক বাস্তবায়ন সহজ নয়। জাতীয় স্বার্থ, কাঠামোগত বৈষম্য এবং সামাজিক বর্জনের স্থায়িত্ব নির্দেশ করে যে সর্বজনীন নৈতিক চেতনা কেবল আদর্শ ঘোষণার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে এই

সীমাবদ্ধতা ধারণাটির দার্শনিক মূল্যকে হ্রাস করে না; বরং এটি প্রমাণ করে যে বসুধৈব কুটুম্বকম্ একটি নীতিমূলক নৈতিক দিগন্ত হিসেবে কাজ করে, যা বিদ্যমান বিভাজনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং গভীরতর নৈতিক রূপান্তরের আহ্বান জানায়।

অতএব, বসুধৈব কুটুম্বকম্-কে এমন এক সর্বজনীন মানবতাবাদের দার্শনিক অভিব্যক্তি হিসেবে বোঝা যায়, যেখানে নৈতিক চেতনা বিভাজন অতিক্রম করে সমগ্র মানবজাতির প্রতি অভিন্ন দায়িত্বকে স্বীকার করে। এর স্থায়ী প্রাসঙ্গিকতা নিহিত রয়েছে এই ক্ষমতায় যে, এটি প্রাচীন নৈতিক প্রজ্ঞাকে বর্তমান বৈশ্বিক উদ্বেগের সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং এমন এক নৈতিক ভাষা প্রদান করে, যার মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বে শান্তি, ন্যায় এবং সর্বজনীন কল্যাণকে নতুনভাবে কল্পনা ও পুনর্ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জী:

1.Dasgupta, S. N. (1975). *A history of Indian philosophy* (Vol. 1). Motilal Banarsidass.

2.Kar, A. K. (2023). The concept of Vasudhaiva Kutumbakam (The world is one family): Insights from the Mahopanishad. *International Journal of Sanskrit Research, 9*(2), 45–49.

3.Kumar, B. (2024). Vasudhaiva Kutumbakam: An ethico-political framework for world peace. *Philosophical Inquiry in Education, 31*(1), 77–89.

4.Lamont, C. (1997). *The philosophy of humanism* (8th ed.). Humanist Press.

5.Masih, Y. (1998). *A critical history of western philosophy.* Motilal Banarsidass.

6.*Maha Upanishad.* (1953). In S. Radhakrishnan (Ed. & Trans.), *The principal Upanishads* (pp. 1063–1068). HarperCollins.

7.Radhakrishnan, S. (1927). *The Hindu view of life.* George Allen & Unwin.

8.Rai, M., Sinha, P. C., & Pathak, S. K. (2024). *Vasudhaiva kutumbakam: The way forward for global peace.* Jnanada Prakashan (P&D).

9.Roy, M. N. (1947). *New humanism: A manifesto.* Renaissance Publishers.

10. Warrier, A. G. K. (1953). *Maha Upanishad.* Theosophical Society.